শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন

শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীর উত্তর দরজা

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে মিল ও তাঁতের নানাবিধ ধুতি, শাড়ী, সার্টিং ও কোটিং আমদানী করা হয়েছে। আমাদের দোকানে আসিয়া সুলভে জিনিস ক্রয় করুন।

প্রোঃ—শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১০ই মাঘ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 24th Jan. 1962 { ৩৫শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. SERVI.

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO. 62354 OF 57

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

ভাবে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপুলতা আনবে।

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. M. I. 3.

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই মাঘ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসের (G. O. C.) সুভাষচন্দ্র

(শ্রীকৃষ্ণপুরী কংগ্রেসের তুলনা করুন)

—০—

ইংরাজী ১৯২৮ সালে পরাধীন ভারতে কলিকাতা কংগ্রেসে সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর পিতৃদেব অধুনা স্বর্গত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র বসু সেই কংগ্রেসে ভলান্টিয়ার বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক হইলেন। নাম গ্রহণ করিলেন G. O. C. (General Officer Commanding). যথেষ্ট জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বর-যুক্ত ইউনিফর্ম্ করিয়েছিলেন তিনি নিজের জন্য। এই ভলান্টিয়ার বাহিনীকে তিনি মিলিটারী ড্রিল, মার্চ্চ, কুচকাওয়াজ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টকে এই ভলান্টিয়ার বাহিনী মিলিটারী কায়দায় 'গার্ড অব্ অনার' দিয়েছিল। কলিকাতা কংগ্রেসে লক্ষ লক্ষ দর্শকের সমাবেশ হয়েছিল এবং এই সুশিক্ষিত ভলান্টিয়ার বাহিনী অপূর্ব শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে জনতা নিয়ন্ত্রণের কাজ সুসম্পন্ন করিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র-গঠিত মিলিটারী ভলান্টিয়ার বাহিনী সমগ্র ভারতবর্ষের কংগ্রেসীদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সেই হ'তে কংগ্রেসে ঐরূপ মিলিটারী ভলান্টীয়ার গঠন করার প্রথা হ'য়ে দাঁড়ায়।

কলিকাতা পার্ক সার্কাসের কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র জি. ও. সি.। সমস্ত ভলান্টীয়ার বাহিনী তাঁর আজ্ঞাধীন, কংগ্রেস প্যাণ্ডেল তাঁর রক্ষণাধীন। সেই সময়ে লিলুয়া কারখানার বহু সহস্র শ্রমিক ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছে। একদিন সেই ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদল এবং কলিকাতার বহুতর শ্রমিকদল—সর্ব্বসমেত প্রায় ২৫।৩০ হাজার শ্রমিক তাদের নেতাদের পরিচালনায় শোভাযাত্রা ক'রে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে এসে উপস্থিত হলো, এবং বিনা টিকিটে কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাইল। তাহারা মহাত্মা গান্ধী, সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের দর্শন করিবে, বক্তৃতা শুনিবে, কংগ্রেসের অধিবেশন দেখিবে এবং কংগ্রেসের সম্মুখে তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা পেশ করিবে এই তাদের দাবি।

তাদের পরিচালনা করিতেছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠতম দেশপ্রেমিক ও প্রসিদ্ধ নেতা অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, অগ্নিযুগের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা অনুকূল মুখোপাধ্যায় (লোকান্তরিত) এবং কালী সেন, যতীন্দ্র বিশ্বাস, ডাঃ ভূপেন্দ্র দত্ত, সন্তোষ মিত্র, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।

এই বিরাট শ্রমিক শোভাযাত্রা কংগ্রেস প্যাণ্ডেলের তোরণে উপস্থিত হইয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র অনুমতি দিলেন না। তিনি পূর্ব্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন বিনা টিকিটে শ্রমিকদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। শ্রমিকেরা বল প্রয়োগ করিয়া প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। সুভাষচন্দ্রও তাঁহার ভলান্টীয়ার বাহিনীকে সজ্জিত করিয়া বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। দুই পক্ষই যুদ্ধং দেহি ভাবে অমিত উৎসাহে পরস্পরের মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াইলেন।

শ্রমিক দলের পুরোভাগে একখানি মোটর গাড়ী তাহাদের নেতা অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র, স্থবির, সুদীর্ঘ কারাবাস ও নির্য্যাতনে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত, সৌম্যদর্শন প্রসন্নমূর্ত্তি—বাঙলার হাজার হাজার স্বাধীনতা সৈনিকের গুরুদেব, দেশপ্রেম ও আত্ম-ত্যাগের মূর্ত্ত বিগ্রহ, যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি উভয় দলেরই পরম শ্রদ্ধার পাত্র জ্যোতিষচন্দ্র, সর্ব্বাগ্রে মোটরে উপবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে অটল সংকল্পে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁর পাশে বসিয়া মোটর চালাইয়া যাইতেছেন বাংলার প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-কর্ম্মী যতীন বিশ্বাস। জ্যোতিষচন্দ্রের দেহ রক্ষার জন্য তাঁহার চারি পাশে শত শত কংগ্রেস ও শ্রমিক কর্ম্মী নিজেদের জীবন পণ করিয়া সজ্জিত। পশ্চাতে ৩০ হাজার শ্রমিক। সম্মুখে সুভাষচন্দ্রের শিক্ষিত, সুনিয়ন্ত্রিত, সুসজ্জিত বিরাট ভলান্টিয়ার বাহিনী—লাঠি হস্তে তোরণদ্বার অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। সুভাষচন্দ্র নিজে তাহাদের পরিচালনা করিতেছেন। দুইটি আইডিয়ালের প্রচণ্ড সংঘাত।

শ্রমিকদল গর্জ্জিয়া উঠিল—"আমরা ঢুকবো!"

সুভাষচন্দ্র হুঙ্কার করিয়া বলিলেন—"ঢুকতে দেব না!"

উভয় দলই সংকল্পে অটল, অবিচলিত। একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ আসন্ন! চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল।

জহরলাল ছুটে এলেন। পণ্ডিত মতিলাল ছুটে এলেন। জহরলাল উভয় পক্ষকে নিবৃত্ত করিতে গিয়া, উভয় পক্ষের জনতার ঠেলাঠেলিতে ঘোড়া থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলেন। তথাপি কোন পক্ষ তাঁর কথা শুনিলেন না। জনৈক গুজরাটী নেতা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"সুভাষ তুম্ কেয়া করতে হ?" "ভাই জহরলাল গির্ গিয়া দেখতা নেহি?" কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁর সংকল্পে অটল হ'য়ে তোরণ অবরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন পণ্ডিত মতিলাল এগিয়ে এসে সুভাষচন্দ্রকে বল্লেন—

হোয়াই ডোণ্ট ইউ লেট্ দেম্ কাম্? (কেন ওদের আসতে দিচ্ছ না?)

সুভাষচন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"ইফ্ দে আর য়্যালাউড্ টু এণ্টার্ দি প্যাণ্ডাল্ দে উইল্ স্মা শ্ ইট্" (প্যাণ্ডালে প্রবেশ করতে দিলে ওরা প্যাণ্ডাল চূর্ণ করে দিবে।)

মতিলাল—বাট্ ইফ দে আর্ নট্ এলাউড টু এণ্টার, হোয়াট উইল দে ডু? ইন্ দ্যাট্ কেস্ আই থিঙ্ক্ এ সিঙ্গ্ল্ ব্যাম্বু উইল নট্ রিমেন্ হিয়ার্ (যদি ওদের ঢুকতে দেওয়া না হয়, একটি বাঁশও এখানে থাকবে না)

সুভাষচন্দ্র উত্তর দিলেন—(চোকে তাঁর বহ্নি শিখা, কণ্ঠে এতটুকু জড়িমার লেশ নাই)

ইফ্ ইউ গিভ্ মি অর্ডার, আই উইল প্রিভেণ্ট্ দেম্ য়্যাট্ দি কষ্ট্ অফ্ দি লাষ্ট্ ড্রপ্ অফ্ মাই ব্লাড (যদি আপনি আদেশ দেন আমার শেষ রক্ত বিন্দু যতক্ষণ থাকিবে আমি ওদের বাধা দিব)

মতিলাল প্রশংসমান দৃষ্টিতে মৃদু হেসে বল্লেন—"হোয়াই সুড আই গিভ্ ইউ সাচ্ য়্যান্ অর্ডার্ সুভাষ?" (আমি তোমাকে কেন সে আদেশ দিব সুভাষ?) "লেট্ দেম্ কাম্" (ওদের আসতে দাও)

সভাপতি মতিলালের আদেশে তখন সুভাষচন্দ্র শ্রমিক দলকে বিনা বাধায় ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন।

ত্রিশ হাজার শ্রমিক উন্মত্ত তাণ্ডবে ঝাঁপিয়ে পড়লে সুভাষচন্দ্র সেদিন গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যেতেন। তবুও তাঁর কর্ত্তব্যবোধ কত প্রবল! আবার সভাপতি যখন আদেশ দিলেন তখন সুশিক্ষিত সৈনিকের মত সঙ্গে সঙ্গে সে আদেশ পালন করিলেন।

আমাদের স্বাধীন কংগ্রেস রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী কয়েকদিন আগে পাটনা শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যে কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইয়া ভগ্নী ও কন্যার যত্নে প্রচণ্ড বিহারী বীরগণের হস্তে নিস্তার পাইয়াছেন। কলিকাতায় কংগ্রেসে ঘোটক হইতে পতন ও সুভাষের কর্ত্তব্য পালন নিশ্চয় তাঁর স্মৃতিপথে উদয় হইয়াছিল। পরাধীন দেশের কংগ্রেস ও স্বাধীন দেশের কংগ্রেস তুলনা করা যায় না।

প্রমোদকরের পরিবর্ত্তিত হার

১৯৬২ সালের ১৮ই জানুয়ারী হইতে কার্য্যকর হইবে

রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত বঙ্গীয় প্রমোদকর (সংশোধন বিল, ১৯৬১ তে রাজ্যপাল সম্মতি দান করিয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত প্রমোদকরের হার আনা ও পাই এর হিসাবে উল্লেখ করা হইত। নূতন আইনে এই হার দশমিক মুদ্রায় প্রবর্ত্তন করা হইতেছে এবং করের হার পাঁচ নয়া পয়সার গুণিতক হিসাবে উল্লেখ করা হইবে। এই নূতন আইনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কয়েক শ্রেণীর চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উপর প্রমোদকরের হার নিম্নবর্ণিতভাবে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর হার অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

যেখানে কর বাদে টিকিটের মূল্য নিম্নোক্তরূপ ধরা হয়—

১। পঁচিশ নয়া পয়সা বা ততোধিক কিন্তু পঞ্চাশ নয়া পয়সার অনধিক—ঐরূপ মূল্যের উপর শতকরা পঁচিশ ভাগ এবং যদি তাহা পাঁচ নয়া পয়সার কোনও গুণিতক না হয় তবে পাঁচ নয়া পয়সার পরবর্ত্তী গুণিতক।

২। পঞ্চাশ নয়া পয়সার অধিক কিন্তু এক টাকার অনধিক—ঐরূপ মূল্যের উপর শতকরা চল্লিশ ভাগ এবং যদি তাহা পাঁচ নয়া পয়সার কোনও গুণিতক না হয় তবে পাঁচ নয়া পয়সার পরবর্ত্তী গুণিতক।

৩। এক টাকার অধিক কিন্তু তিন টাকার অনধিক—ঐরূপ মূল্যের উপর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ এবং যদি তাহা পাঁচ নয়া পয়সার কোনও গুণিতক না হয় তবে পাঁচ নয়া পয়সার পরবর্ত্তী গুণিতক।

৪। তিন টাকার অধিক—ঐরূপ মূল্যের উপর শতকরা একশত ভাগ এবং যদি তাহা পাঁচ নয়া পয়সার কোনও গুণিতক না হয় তবে পাঁচ নয়া পয়সার পরবর্ত্তী গুণিতক।

(জেলা প্রচার অফিস)

জঙ্গিপুর মহিলা সংঘ

জঙ্গিপুর মহিলা সংঘ কর্ত্তৃক রঘুনাথগঞ্জ সরাইখানা বাড়ীতে নানাবিধ কর্ম্মোদ্যম হইতেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সূচীশিল্প, চিত্রাঙ্কন, চামড়া ব্যাগের কাজ, কলের সেলাই, প্রসূতি, শিক্ষামঙ্গল, পণপ্রথা, মেয়েদের জীবিকার প্রশ্ন, অনুন্নতদের শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি ইহাদের কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত। পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে ডাঃ অণিমা কুণ্ডু প্রত্যেক রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতেছেন।

মহিলা সংঘের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বর্ত্তমানে ৭০ সত্তর জন। শ্লেট, পেন্সিল, বই ইত্যাদি মহিলা সংঘ সরবরাহ করিতেছেন। দুইজন শিক্ষয়িত্রী কর্ত্তৃক শিক্ষাকার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। একটি সেলাই ও কাটিং এর ক্লাস শীঘ্রই খোলা হইবে।

১লা ফেব্রুয়ারী হইতে একটি সঙ্গীতের বিদ্যালয় খোলা হইবে। নামকরা সঙ্গীতবিদের দ্বারা নানাবিধ ও উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত অতি যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাঁতের ক্লাস চালু করিবার বন্দোবস্তও হইতেছে।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে সুতী থানার অন্তর্গত ১৯নং তহশীল ব্লকের তহশীলদার শ্রীলুৎফল হক বিশ্বাসের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের বহির (রেন্ট রিসিট বুক) ৯৬৪০৯৯ এবং ৯৬৪১০০ ক্রমিক নম্বরের দাখিলা হারাইয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত দাখিলা যে কেহ পাইয়া থাকিলে বা কোন সন্ধান জানিলে নিকটবর্ত্তী থানায় অথবা যে কোন ভূমি সংস্কার অফিসে জমা দিবেন বা জানাইবেন।

যদি কেহ উক্ত দাখিলামূলে খাজনা দিয়া থাকেন তাহা হইলে ***এই বিজ্ঞপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে জমা দিবেন অন্যথায় এ বিষয়ে কোন দাবি গ্রাহ্য হইবে না।***

স্বাঃ এস্, কে, কর
মহকুমা ভূমিসংস্কার আধিকারিক, জঙ্গীপুর।

চিকিৎসার্থী বানর

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বেথুয়াডহরীর সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ—গত ১৫ই জানুয়ারী বিকালে বেথুয়াডহরী ৫০ শয্যাযুক্ত হাসপাতালে ১টী বানর বার বার লেডি ডাক্তার ও নার্সদের নিকট ইঙ্গিতে কি যেন জানাইতে চেষ্টা করে। শেষে ডাক্তার বাবুকে নমস্কার দিয়া তাঁহাকেও কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। সকলেই কোনক্রমে তাহাকে এড়াইতে চাহে। অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে ২৬নং বেড খালি পাইয়া বানরটি কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়ে। পরদিন প্রাতে নার্সদের নিকট অবগত হইয়া ডাক্তারবাবু সহৃদয়তার সহিত পরীক্ষা করেন ও তাহার একটা হাত কম্পাউণ্ড ফ্রাকচার হইয়াছে বুঝিয়া যথারীতি অপারেশন করতঃ চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করেন। কোনরূপ উৎপাত না করিয়া বানরটি শান্ত শিশুটির ন্যায় চিকিৎসা গ্রহণ করিতেছে। বানরটির এভাবে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসায় পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা হইতে প্রতিদিন বহুলোক উহাকে দেখিতে আসিতেছে।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

(ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়ের সম্মুখে)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং ***বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি*** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট:—***ডাঃ ডি, ডি, হাজরা***

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"** চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।